দৈনিক [illegible]

২৬/১১/২০০৫

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......

দেশের তিন কৃষি ভার্সিটির ভিসি পরিবর্তন আসন্ন

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

দেশের তিনটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে পরিবর্তন আসন্ন। দেশে বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ ও দু'টি অপূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে ইনস্টিটিউট সব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এ্যাগ্রিকালচারকে (ইপসা) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঢাকা কৃষি কলেজকে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। ইপসার রেক্টর ড. এএম আশরাফুল কামালকে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। সরকারের বিদায়ের ক'দিন আগে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয় ঐ কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ শাহাদত উল্লাকে। ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ২ মার্চ, ২০০১ তারিখে নিয়োগ লাভ করেন। তিন উপাচার্যই আওয়ামী ঘরানার শিক্ষক বলে পরিচিত। তাই আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় না আসতে পারায় তিন উপাচার্যের বিদায়ঘণ্টা বেজে উঠেছে। অচিরেই এসব পদে নতুন মুখ আসছে।

কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্য থেকে এসব নিয়োগ দেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক লবিং। এখন বিএনপির নীতিনির্ধারণী মহলই নির্ধারণ করবে কারা উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভ করবেন। জানা গেছে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেও

চলছে জোর লবিং

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হতে পারে। তাই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের যে কোন একটি লাভ করার জন্য শিক্ষকরা দারুণ তৎপর হয়ে উঠেছেন।

চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী, উপাচার্য নির্বাচনের কোন বিধান না থাকায় যিনি সরকারপ্রধানের আস্থাভাজন হবেন তিনিই উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভ করবেন। তবে সবারই লক্ষ্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়া। সে লক্ষ্যেই তাঁরা লবিং করে যাচ্ছেন। যেসব শিক্ষক উপাচার্য হবার জন্য জোর তদ্বির শুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ড. মোঃ মোশাররফ হোসাইন মিঞা, উদ্যান তত্ত্বের ড. মোঃ আজিজুল হক, কৃষি অর্থনীতির মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণের ড. আবদুল হালিম, প্রাণরসায়নের ড. মোঃ রফিকুল হক ভূঞা, পোল্ট্রি বিজ্ঞানের ড. এমএ হামিদ, কৃষি তত্ত্বের ড. আবদুল্লাহ আল মামুন, উদ্যানতত্ত্বের ড. এএম ফারুক, কৃষি অর্থ সংস্থানের মোঃ মাহফুজুর রহমান প্রমুখের নাম আলোচিত হচ্ছে। এ ছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মুহাম্মদ গোলাম আলী ফকিরকে যে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হতে পারে।

উপাচার্য নিয়োগের জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে তা হচ্ছে, জ্যেষ্ঠতা, একাডেমিক যোগ্যতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, গবেষণা ইত্যাদিতে পারদর্শিতা। তবে এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন লবিং। এ জন্য প্রার্থীরা প্রভাবশালী মন্ত্রী, নেতা, আমলাদের কাছে ছোটাছুটি করছেন। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিব যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের বায়োডাটা চেয়ে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে পত্র পাঠিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।